সাদা দাঁড়ি রাখা সুন্নাতের খেলাফ
ও
কালো করার নিষিদ্ধতা

মূল ঃ
মুহাম্মদ ইশতিয়াক
বদীউদ্দীন শাহ আর-রাশেদী

অনুবাদ ঃ
কামাল আহমদ

সাদা দাঁড়ি রাখা সুন্নাতের খেলাফ
ও
কালো করার নিষিদ্ধতা

মূল ঃ

* মুহাম্মাদ ইশতিয়াক

* বদীউদ্দীন শাহ্ আর-রাশেদী

অনুবাদ ঃ

কামাল আহমাদ

প্রকাশনায়

জায়েদ লাইব্রেরী

৫৯, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১১৯৮-১৮০৬১৫, ০১৭৬৮-৭৭২১৪১

E-mail : Jayed_Library@yahoo.com
abuamenah@gmail.com

website : www. JayedLibrary.com

http://islaminonesite.wordpress.com

সাদা দাঁড়ি রাখা সুন্নাতের খেলাফ[১]

–মুহাম্মাদ ইশতিয়াক

ভিন্ন জাতির অনুসরণ নিষিদ্ধ ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ ১৬ বা ১৭ মাস বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত পড়েছিলেন ।

আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে হুকুম দিলেন ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ —

"আপনি মাসজিদুল হারামের (কাবা ঘরের) দিকে মুখ করে সালাত আদায় করুন ।" (সূরা বাক্বারাহ, ১৪৪ আয়াত)

তখন রসূলুল্লাহ ﷺ কাবা ঘরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা শুরু করেন । এর ফলে ইয়াহুদীগণ তাঁর ﷺ বিরুদ্ধাচারণ করতে লাগল ।[২]

আলী ﷺ বলেন ঃ

قال رسول الله ﷺ إياكم ولبوس الرهبان فإنه من تزيا بهم أو تشبه فليس مني —

[رواه الطبراني في الاوساط بسند لا بأس به ، فتح الباري شرح صحيح البخاري 386/12]

"রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের রুহবান (বৈরাগ্যতার) পোশাক থেকে দূরে থাকা জরুরী । যে (ঐ পোশাক দ্বারা) নিজেকে সজ্জিত করে কিংবা (ঐ পোশাকের) সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই ।"

[তাবারানী তাঁর আওসাতে, এর সনদে কোন ত্রুটি নেই – ফতহুল বারী ১২/৩৮৬ পৃ:]

---

[১]. মূল বইটির নাম ঃ সফেদ দাড়ি রাখনা খেলাফে সুন্নাত হে (প্রকাশকঃ জামা'আতুল মুসলিমীন, পাকিস্তান) ।

[২]. এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ولئن اتيت الذين اوتو الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك — وما انت بتابع قبلتهم — وما بعضهم بتابع قبلة بعض — ولئن اتبعت اهواءهم من بعدهم ما جاءك من العلم — انك اذا لمن الظلمين —

"যদি আপনি আহলে কিতাবদের কাছে সমুদয় দলীল উপস্থাপন করেন তবুও তারা আপনার ক্বেবলা মেনে নেবে না এবং আপনিও তাদের ক্বেবলাকে মানেন না । তারাও (ইয়াহুদী ও নাসারা) একে অপরের ক্বেবলা মানে না । আমার পক্ষ থেকে এ ইলম আপনার কাছে পৌছানোর পর আপনি যদি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করেন, তাহলে অবশ্যই আপনি যালেমদের অন্তর্ভূক্ত হবেন ।"(সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৪৫) –(অনুবাদক)

http://islaminonesite.wordpress.com

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, 'রুহবান' অর্থাৎ ইয়াহুদীদের পোশাকের অনুসরণ করা জায়েয নয়।

উম্মে সালামাহ (রা) বলেন ঃ

انه ﷺ كان يصوم يوم السبت والاحد يتحري ذلك ويقول انها يوم عيد الكفار وانا احب ان اخالفهم ــ [رواه ابو داؤد ، فتح الباري 484/12 سنده حسن]

"নবী ﷺ শনি ও রবিবার সাওম পালনের চেষ্টা করতেন এবং বলতেন, এ দু' দিন কাফিরদের 'ঈদের দিন। তাই আমি চাই যে, এ দু' দিন তাদের বিপরীত আমল করি।" [আবূ দাউদ, ফতহুল বারী ১২/৪৮৪ পৃ:, এর সনদ হাসান][৩]

এছাড়াও নবী ﷺ বিভিন্নভাবে কাফির ও আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী, খৃষ্টানদের) বিরুদ্ধাচারণ করতেন।[৪] আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ﷺ বলেন ঃ

كان النبي ﷺ يحب موافقة اهل الكتاب فيها لم يؤمر فيه وكان اهل الكتاب يسدلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤسهم فسده النبي ﷺ ناصية فرق بعد ــ [صحيح البخاري و صحيح المسلم]

"নবী ﷺ-এর কাছে নিষেধাজ্ঞা না আসা পর্যন্ত তিনি আহলে কিতাবদের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পছন্দ করতেন। তখন আহলে কিতাবগণ তাদের মাথার চুলকে ঝুলিয়ে রাখতো (কোন সিঁথি কাটত না)। পক্ষান্তরে মুশরিকগণ সিঁথি কেটে চুলগুলোকে দু' ভাগে ভাগ করত। নবী ﷺ নিজের চুলকে আহলে কিতাবদের অনুসরণে সম্পূর্ণভাবে ঝুলিয়ে দিতেন (অর্থাৎ সিঁথি কাটতেন না)। অতঃপর (বিরোধীতা করার হুকুম নাযিলের পর) তিনি চুলে সিঁথি কেটেছেন।"

[সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম]

---

[৩]. সূত্রটি সুনানে আবূ দাউদের নয়, বরং সুনানে আবূ দাউদের কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে ফতহুল বারীতে উদ্ধৃত হয়েছে।

[৪]. আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ من تشبه بقوم فهم منهم "যে ব্যক্তি কোন ক্বওমের (সম্প্রদায়ের) তাশাব্বুহ বা সাদৃশ্য গ্রহণ করল, সে তাঁদেরই অন্তর্ভূক্ত।" (আহমাদ, আবূ দাউদ, মিশকাত ৮/৪১৫৩ নং। হাদীসটি 'হাসান' – আলবানীর তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ২/৪৩৫৩ নং।) বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন – কামাল আহমাদ, ইসলামে নারী বনাম প্রচলিত ভুল (ঢাকা ঃ পাঞ্জেরী ইসলামিক পাব:) পৃ: ১০৩-২০।

http://islaminonesite.wordpress.com

সুতরাং সুস্পষ্ট হল, যাবতীয় ক্ষেত্রেই নবী ﷺ ইয়াহুদী, নাসারাদের বিরুদ্ধাচারণ করতেন এবং সাহাবগণকেও ﷺ অনুরূপ নির্দেশ দিতেন। এ কারণেই কাবাকে ক্বেবলা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, 'রুহবান' অর্থাৎ ইয়াহুদী-নাসারাদের পোশাক বর্জন করতে বলেছেন, তাদের ঈদের দিনে সাওম পালন করে ও মাথার চুলে সিঁথি কেটে তাদের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। একইভাবে সাদা দাড়ি রাখার ব্যাপারেও ইয়াহুদী–নাসারাদের বিরুদ্ধাচারণের নির্দেশ দিয়েছেন।

সাদা দাঁড়ি রাঙাতে হবে

(১) আবূ হুরায়রা ﷺ বলেনঃ

قال النبي ﷺ ان اليهود والنصاري لا يصبغون فخالفوهم ــ[صحيح البخاري و صحيح المسلم]

"নবী ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই ইয়াহুদী ও নাসরাগণ (চুল) রাঙায় না, (তোমরা রঙ করে) তাদের বিরোধীতা কর।" [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

(২) 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার ﷺ বলেন ঃ

قال رسول الله ﷺ غيروا الشيب ولا يشبهوا باليهود والنصاري ــ

[رواه احمد 261/2 ، 499 ــ وابن سعد 439/1 ــ وابو يعلي 381/1 ــ وابن حبان 407/7 ــ الأحاديث الصحيحة 490/2 و سنده حسن]

"রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাদা চুলকে (রাঙিয়ে) পরিবর্তন কর এবং ইয়াহুদী–নাসারাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" [আহমাদ, ইবনে সা'দ, আবূ ইয়া'লা, ইবনে হিব্বান, আল–আহাদীসুস সহীহাহ ২/৪৯০, এর সনদ হাসান]

(৩) যুবায়ের ﷺ বলেন ঃ

قال رسول الله ﷺ غيروا الشيب ولا يشبهوا باليهود ــ

[صحيح نسائي للالباني 1043/3 ــ شرح السنة 88/12 وسنده حسن]

"রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাদা চুলকে পরিবর্তন কর এবং ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" [আলবানীর সহীহ নাসায়ী ৩/১০৪৩ পৃঃ, শরহে সুন্নাহ ১২/৮৮ পৃঃ. এর সনদ হাসান]

http://islaminonesite.wordpress.com

(৪) জাবির ﷺ বলেন ঃ

اتي بابي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغاكة بياضا فقال رسول الله ﷺ غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد ــ

[صحيح المسلم، صحيح ابو دؤد 191/2، صحيح نسائي 1043/3]

"মক্কা বিজয়ের দিন আবূ কুহাফাকে নবীর ﷺ সামনে উপস্থিত করা হল। সেই সময় তাঁর মাথায় চুল ও দাড়ি সুগামার (কাশফুলের) মত একেবারে সাদা ছিল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ কালো রঙ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা (চুল ও দাড়িকে) পরিবর্তন করে দাও।" [সহীহ মুসলিম, আলবানীর সহীহ আবূ দাউদ ২/১৯১ পৃঃ, সহীহ নাসায়ী ৩/১০৪৩ পৃঃ]

রসূলুল্লাহ ﷺ সাদা চুল রাখতে নিষেধ করেছেন এবং এই কাজকে (সাদা চুল রাখাকে) ইয়াহুদী–নাসারাদের সাদৃশ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি ﷺ নিজের উম্মাতকে সাদা দাড়ি না রাখার জন্য হুকুম দিয়েছেন। এমনকি আবূ বকর ﷺ-এর পিতা আবূ কুহাফা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণের জন্যে আসলে, নবী ﷺ সর্বপ্রথমে তাঁর চুল ও দাড়িকে কালো রঙ ছাড়া অন্য রঙ দ্বারা রাঙানোর হুকুম দিয়েছিলেন। সুতরাং উক্ত হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হল যে, সাদা চুল ও দাড়ি রাখা সম্পূর্ণভাবে ইসলাম বিরোধী।

এখন প্রশ্ন আসে যে, চুলকে কোন জিনিস দ্বারা রাঙাবে? আল-হামদুলিল্লাহ, হাদীসসমূহে এরও সমাধান রয়েছে।

মেহেদী এবং কাতম বা ওয়াসমা (এক প্রকার ঘাস বা পাতা) দ্বারা দাড়ি ও চুল রাঙানো

(৫) আবূ যার ﷺ বলেন ঃ

قال رسول الله ﷺ ان احسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم ــ [صحيح ابو داؤد وصحيح نسائي للالباني 1043/3]

"রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এই সাদা চুলগুলোকে যা দিয়ে রাঙানো সর্বোত্তম, তা হল মেহেদী ও কাতম।" [আলবানীর সহীহ আবূ দাউদ, সহীহ নাসায়ী ৩/১০৪৩]

http://islaminonesite.wordpress.com

(৬) 'আব্দুল্লাহ বিন বুরায়দা ﷺ বলেন ঃ

ان رسول الله ﷺ قال ان احسن ما غير تم به الشيب الحناء والكتم ــ

[صحيح نسائي للالباني 1044/3]

"রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যা দিয়ে সাদা চুলকে পরিবর্তন কর, তার মধ্যে সর্বোত্তম হল মেহেদী ও কাতম।" [আলবানীর সহীহ নাসায়ী ৩/১০৪৪]

(৭) আবূ রমসাহ ﷺ ঃ

اتيت انا وابي النبي ﷺ وكان قد لطخ لحيته بالحناء ــ [صحيح نسائي 1044/3]

"আমি এবং আমার পিতা নবীর ﷺ কাছে গেলাম, তখন তাঁর ﷺ দাড়িতে মেহেদী লাগানো ছিল।" [সহীহ নাসায়ী ৩/১০৪৪]

(৮) আবূ উমামাহ ﷺ বলেন ঃ

خرج رسول الله ﷺ علي مشيخة من الانصار بيض لحياهم فقال : يا معشر الانصار حمروا و صفروا او خلفوا اهل الكتاب ــ [رواه احمد وسنده حسن فتح الباري 476/12]

"রসূলুল্লাহ ﷺ আনসার বৃদ্ধদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদের দাড়ি সাদা ছিল। তিনি ﷺ বললেন ঃ হে আনসারগণ! দাড়ি লাল বা যরদা রঙ কর বা এভাবে আহলে কিতাবদের বিরোধী আমল কর।" [আহমাদ, এর সনদ হাসান – ফতহুল বারী ১২/৪৭৬ পৃ:]

(৯) 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার ﷺ বলেন ঃ

ان النبي ﷺ كان .... يصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك ــ

[صحيح ابو داؤد للالباني 792/2]

"নবী ﷺ নিজের দাড়িকে ওয়ারস ঘাস ও যাফরান দ্বারা রাঙাতেন, ইবনে 'উমার (রা)ও তাই করতেন।" [আলবানীর সহীহ আবূ দাউদ ২/৭৯২]

(১০) আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন ঃ

قال رسول الله ﷺ غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصري ــ

[شرح السنة 88/12 وسنده حسن]

http://islaminonesite.wordpress.com

"রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাদা চুল (রঙ দ্বারা) পরিবর্তন কর এবং (সাদা চুল রেখে) ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।"

[শরহে সুন্নাহ ১২/৮৮, এর সনদ হাসান]

(১১) আনাস ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ

هل خضب رسول الله ﷺ ؟ فقال لم يشبه الشيب ولكن خضب ابو بكر بالحنا والكتم وخضب عمر بالحناء ــ [شرح سنة 90/12 وسنده صحيح]

"রসূলুল্লাহ ﷺ কি খিযাব (কলপ) লাগাতেন? তিনি ﷺ বললেন ঃ তাঁর (চুল) সাদা ছিল না।[৫] অবশ্য আবূ বকর ﷺ মেহেদী ও কাতম দ্বারা খেযাব লাগাতেন এবং 'উমার ﷺ মেহেদী দ্বার খেযাব লাগাতেন।" [শরহে সুন্নাহ ১২/৯০, এর সনদ সহীহ]

এর অর্থ এটা নয় যে, নবী ﷺ কখনই চুলে মেহেদী বা ওয়াসমা (কাতম ঘাস) দ্বারা রাঙান নি। পূর্বে (৭নং হাদীসে) আবূ রসমা ﷺ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, নবী ﷺ দাড়িতে মেহেদী লাগাতেন। এখন নিচের হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, নবী ﷺ চুলও রাঙিয়ে ছিলেন ঃ

(১২) 'উসমান বিন 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাওহাব ﷺ বলেন ঃ

دخلت علي ام سلمة فاخرج الينا شعرا من شعر رسول الله ﷺ مخضوبا ــ

[رواه البغوي في شرح السنة 90/12 هذا حديث صحيح، صحيح البخاري]

"আমি (নবীর বিবি) উম্মে সালামাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাদের সামনে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেযাব করা কিছু চুল বের করে আনলেন।" [ইমাম বগভী তাঁর শরহে সুন্নাতে ১২/৯০ পৃ:, এর সনদ সহীহ; সহীহ বুখারী, মিশকাত ৮/৪২৮১]

---

[৫]. অন্যত্র আনাস ﷺ বর্ণিত হাদীসের প্রথমাংশ হল ঃ لوشئت ان اعد شمطات كن في رأسه فعلب قال و لم يخضب "যদি আমরা তাঁর ﷺ মাথার চুল গুনে দেখতে চাইতাম, তবে (খুব কম সংখ্যক হওয়ায়) অনায়াসে গুনতে পারতাম। তিনি ﷺ বললেন ঃ তিনি খেযাব লাগান নি।" [বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮/৪২৭৯] – পরবর্তী অংশে আনাস ﷺ-এর ধারণার জবাব দেয়া হয়েছে। তছাড়া আনাস ﷺ থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে "অল্প কিছু ছাড়া নবী ﷺ দাড়ি সাদা ছিল না।" হাদীসটি পরবর্তীতে সংযোজিত লেখক বাদীউদ্দীন শাহ আর-রাশেদীর 'কালো খিযাবের নিষিদ্ধতা' সম্পর্কীত পুস্তিকার তৃতীয় হাদীস দ্রঃ। – অনুবাদক

http://islaminonesite.wordpress.com

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হল, রসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং চুলও রঙ করেছিলেন এবং নিজের উম্মাতকেও হুকুম দিয়েছিলেন যে, তারাও যেন চুল রং করে আহলে কিতাবদের আমলের বিরুদ্ধাচারণ করে। তাছাড়া পূর্বে 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার ﷺ থেকে প্রমাণিত হয়েছে রসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ারস ও যাফরান দ্বারা দাড়ি রাঙাতেন।...[৬]

এতক্ষণ আমরা মারফু' [নবী ﷺ সংশ্লিষ্ট] হাদীস বর্ণনা করলাম, এখন মাওকুফ [সাহাবাগণ ﷺ সংশ্লিষ্ট] হাদীস বর্ণনা করব।

সাহাবাদের (রা) দাঁড়ি রাঙানো

(১) আনাস ﷺ বলেন ঃ

ولكن خضب ابو بكر بالحناء واالكتم ــ [شرح السنة 90/12 وسنده صحيح]

"কিন্তু আবূ বকর ﷺ মেহেদী ও কাতম ঘাস দ্বারা খেযাব করতেন।"

[শরহে সুন্নাহ ১২/৯০পৃ:, এর সনদ সহীহ]

অর্থাৎ আবূ বকর ﷺ দাড়ি রাঙাতেন। অতঃপর আনাস ﷺ বলেন ঃ

وخضب عمر بالحناء

"উমার ﷺ মেহেদী দ্বারা খেযাব করতেন।" [ঐ]

(২) আব্দুর রহমান বিন সাঈদ (রহ) বলেন ঃ

رأيت عثمان بن عفان .... معصفرا لحيته ــ[رواه ابن ابي شيبة 252/8 وسنده صحيح]

"আমি 'উসমান বিন আফফান (রা)কে যরদা রঙ দ্বারা দাড়ি রাঙাতে দেখেছি।" [ইবনে আবী শায়বা ৮/২৫৩ পৃ:, এর সনদ সহীহ]

(৩) সাদা বিন হানযালা (রহ) বলেন ঃ

رأيت عليا اصفر اللحية ــ [رواه ابن ابي شيبه 253/8، وسنده صحيح]

---

৬. অতঃপর লেখক ৫ (পাঁচ) টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেগুলোতে কমবেশী দূর্বলতা আছে। কিন্তু তার প্রত্যেকটিই আলোচ্য সহীহ হাদীসগুলোর শব্দসম্বলিত এবং তাতে কোনই বিরোধীতা নেই। অর্থাৎ তা সহীহ হাদীসের সাক্ষ্য হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে হাসান হাদীসের মর্যাদায় উন্নীত। তবে আমি উপরোক্ত সহীহ হাদীসগুলো উপস্থাপনাই যথেষ্ট মনে করি। এ কারণে সেগুলো উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম।

– অনুবাদক

http://islaminonesite.wordpress.com

"আমি আলী ﷺ-কে যরদা রঙের দাড়ি অবস্থায় দেখেছি।" [ইবনে আবী শায়বা ২/২৫৩, এর সনদ সহীহ]

(৪) 'আতা বিন রিবাহ (রহ) বলেন ঃ

رأت ابن عباس وابن عمر يصفران لحياهما ــ[رواه ابن ابي شيبه 253/8 وطبقات ابن سعد 114/13، من طريق محمد بن عبد الله الانصاري وغيره عن ابن جريج]

"আমি ইবনে 'আব্বাস ও ইবনে 'উমার ﷺ-এর যরদা রঙের দাড়ি দেখেছি।" [ইবনে আবী শায়বা ৮/২৫৩, তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ ১৩/১১৪]

ইমাম নাফে' (রহ) বলেন ঃ

عن ابن عمر انه كان يصفر لحيته ــ[رواه ابن ابي شيبه 253/8 وسنده صحيح وله شواهد]

"ইবনে 'উমার ﷺ নিজের দাড়ি রাঙাতেন।" [ইবনে আবী শায়বা, এ সনদের আরো সাক্ষ্য থাকায় এটা সহীহ হাদীসের পর্যায়ভুক্ত]

ইবনে জারিজ (রহ), ইবনে 'উমারকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ

رأيتك تصفر لحيتك بالورس فقال ابن عمر اما تصفيري لحيتي فاني رأيت رسول الله ﷺ يصفر لحيته ــ [رواه ابن ابي شيبة 255/8 وسنده صحيح]

"আমি আপনাকে যরদা রঙের দ্বারা দাড়ি রাঙানো দেখছি? ইবনে 'উমার ﷺ বললেন ঃ আমার যরদা রঙের দাড়ি সম্পর্কে প্রশ্ন করছো? আসল কথা হল – আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি ﷺ তাঁর দাড়িকে যরদা রঙ দ্বারা রাঙাতেন।"
[ইবনে আবী শায়বা ৮/২৫৫, এর সনদ সহীহ]

(৬) ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ (রহ) বলেন ঃ

رأيت انس بن مالك ﷺ يخضب بالحناء ــ [رواه الطبراني في الكبير 239/1، مجمع الزوائد رجال هذه رجال الصحيح 163/5]

"আমি আনাস ﷺ-কে মেহেদী দ্বারা (দাড়ি) রাঙানো অবস্থায় দেখেছি।" [তাবারানী কাবীর ১/২৩৯, মুজমু'আয়ে যাওয়ায়িদ ৫/১৬৩; এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ]

(৭) সাবেত বিন কায়েস (রহ) বলেন ঃ

رأيت انس بن مالك ابيض الرأس واللحية يصبغ رأسه بالحناء ــ[رواه الطبراني 239/1 وسنده صحيح ما قبله، وفي روايته كان انس بن مالك يصفر لحيته بالورس وفي روايته يخضب بالحمرة ــ رواه الطبراني]

http://islaminonesite.wordpress.com

"আমি আনাস ﷺ-কে দেখেছি, তিনি ﷺ তাঁর সাদা দাড়িকে মেহেদী দ্বারা রাঙাতেন।" [তাবারানী ১/২৩৯, এর সনদ সহীহ। অপর বর্ণনায় ঃ "আনাস (রা) ওয়ারস দ্বারা নিজের দাড়ি রাঙাতেন অর্থাৎ যরদা এবং লাল রঙের খেযাব দিতেন।" – তাবারানী]

(৮) আব্দুল মালেক বিন আমির (রহ) বলেন ঃ

رأيت المغيرة بن شعبة يخضب بالصفرة ورأيت جرير بن عبد الله يخضب بالصفرة والزعفران ــ [رواه ابن ابي شيبة 255/8 وسنده حسن]

"আমি মুগীরাহ বিন শু'বা ﷺ-কে যরদা রঙ দ্বারা (দাঁড়ি) রাঙাতে দেখেছি এবং জারির ইবনে 'আব্দুল্লাহ ﷺ-কে যরদা ও যাফরান রঙ দ্বারা (দাঁড়ি) রাঙাতে দেখেছি।" [ইবনে আবী শায়বা, এর সনদ হাসান]

(৯) আসেম বিন 'উমার বিন ক্বাতাদা (রহ) বলেন ঃ

اتانا جابر بن عبد الله ..... معصفر لحية ورأسه بالورس ــ[رواه ابن ابي شيبة وسنده صحيح]

"আমাদের কাছে জাবির ইবনে 'আব্দুল্লাহ আসলেন। এ সময় তাঁর ﷺ দাড়ি যরদা রঙের ছিল এবং চুল ওয়ারসের রঙের ছিল।" [ইবনে আবী শায়বা, এর সনদ সহীহ]

(১০) ইবনুল গাসিল (রহ) বলেছেন ঃ

رأيت سهل بن سعد معصفر اللحية ــ [حواله مذكوره وسنده حسن]

"আমি সাহল বিন সা'দ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি ﷺ যরদা রঙ দ্বারা দাড়ি রাঙাতেন।" [ইবনে আবী শায়বা, সনদ হাসান]

(১১) সাম্মাক বিন হরব (রহ) বলেন ঃ

رأيت جابر بن سمرة يصفر لحيته ــ [رواه ابن ابي شيبة 256/8، وسنده صحيح]

"আমি জাবির বিন সামুরাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি ﷺ নিজের দাড়িকে যরদা রঙ দ্বারা রাঙাতেন।" [ইবনে আবী শায়বাহ ৮/২৫৬, এর সনদ সহীহ]

(১২) জারীর (রহ) বলেন ঃ

رأيت عبد الله بن يسر يصفر لحيته ورأسه ــ [رواه ابن ابي شيبة وسنده حسن]

"আমি আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর ﷺ-কে দেখেছি, তিনি ﷺ তাঁর নিজের চুল ও দাড়ি যরদা রঙ দ্বারা রাঙাতেন।" [ইবনে আবী শায়বাহ, এর সনদ হাসান]

http://islaminonesite.wordpress.com

(১৩) ইয়াযীদ ইবনে আবূ উবায়িদ (রহ) বলেন ঃ

رأيت سلمة يصفر لحيته ــ [رواه ابن ابي شيبة وسنده صحيح]

"সালামাহ ইবনে আকু' ﷺ-কে দেখেছি, তিনি ﷺ নিজের দাড়ি যরদা রঙ দ্বারা রাঙাতেন।" [ইবনে আবী শায়বাহ, এর সনদ সহীহ]

(১৪) খালেদ বিন দিনার (রহ) বলেন ঃ

رأيت انسا وابا العلية وابا السواد يصفرون لحياهم ــ [رواه ابن ابي شيبة 254/8، وسنده صحيح]

"আমি আনাস ﷺ, আবূ 'আলিয়া ﷺ ও সাওয়ার ﷺ-কে দেখেছি, তারা নিজের দাড়ি যরদা রঙ দ্বারা রাঙাতেন।" [ইবনে আবী শায়বা, এর সনদ সহীহ]

(১৫) ফিতর বিন খলীফা (রহ) বলেন ঃ

رأيت ابا وائل والقاسم والعطاء يصفرون لحياهم ــ[رواه ابن ابي شيبة 254/8 وسنده صحيح، رواه ابن سعد طباقت 5/6، 143/68، 364/5]

"আমি আবূ ওয়ায়েল, ক্বাসেম ও 'আতা (রহ)-কে দেখেছি তারা নিজের দাড়িতে যরদা রঙ লাগাতেন।" [ইবনে আবী শায়বাহ ৮/২৫৪, এর সনদ সহীহ]

(১৬) হাসান বিন 'উবায়দুল্লাহ বিন 'উরওয়া (রহ) বলেন ঃ

رأيت الاسواد وابن الاسواد يصفران لحيهما ــ[حواله مذكرو وسنده صحيح]

"আসওয়াদ ও ইবনে আসওয়াদ (রহ) নিজেদের দাড়িতে যরদা রঙ লাগতেন।" [ইবনে আবী শায়বাহ, এর সনদ সহীহ]

(১৭) ইসমাঈল ইবনে আবী খালেদ (রহ) বলেন ঃ "আমি আনাস বিন মালিক ﷺ ও 'আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা ﷺ-কে দেখেছি, তাঁরা দু' জন লাল রঙের খিযাব ব্যবহার করতেন।" [ইবনে আবী শায়বাহ, এর সনদ সহীহ]

(১৮) আল-ঈযার বিন হারিস (রহ) বলেন ঃ

رأيت الحسن والحسين يخضبان بالحناء والكتم ــ[رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد]

"আমি হাসান ও হুসাইন ﷺ-কে মেহেদী ও কাতম দ্বারা দাড়ি খেযাব করতে দেখেছি।" [তাবারানী, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ; মুজমু'য়ায়ে যাওয়ায়িদ ৫/১৬৩]

http://islaminonesite.wordpress.com

(১৯) 'উসমান ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবী রাফে' বলেন ঃ

رأيت رافع بن خديج ﷺ يخضب بالصفرة ـــ[رواه الطبراني 239/4 وسنده حسن]

"আমি রাফে' বিন খাদিজ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি (নিজের দাড়িতে) যরদা রঙ ব্যবহার করতেন।" [তাবারানী ৪/২৩৯, এর সনদ হাসান]

(২০) 'উসমান বিন 'আব্দুল্লাহ বিন সারাকা (রহ) বলেন ঃ

رأيت ابا قتادة وابا هريرة وابن عمر وابا اسيد يمرون علينا ونحن في الكتاب نجدهم ريح العنبر و يصفرون لحياهم ـــ[رواه الطبراني ورجال الصحيح، مجمع الزوائد]

"আমি আবূ কাতাদাহ, আবূ হুরায়রা, ইবনে 'উমার ও আবূ 'উসায়িদ ﷺ-কে আমাদের সামনে দিয়ে যেতে দেখেছি। আমরা কিতাব পড়াতে ব্যস্ত ছিলাম। তখন তাদের থেকে আম্বরের খশবু পেলাম এবং তাদের দাড়িকে যরদা রঙে রাঙানো দেখলাম।" [তাবারানী, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ, মুজমুয়ায়ে যাওয়ায়িদ ৫/১৬৪]

(২১) আম্মার বিন আবী আম্মার (রহ) বলেন ঃ

رأيت عبد الرحمن ابن ابي بكر يخضب بالحناء والكتم ـــ[رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح]

"আমি আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকরকে ﷺ মেহেদী ও কাতম দ্বারা (দাড়ি) রাঙাতে দেখেছি।" [তাবারানী, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ]

(২২) হাকিম বিন আমর গাফ্ফারী (রহ) বলেন ঃ "আমি ও আমার ভাই রাফে' বিন 'আমর একবার 'উমার ﷺ এর কাছে গেলাম। তখন আমার মেহেদীর খেযাব এবং আমার ভাইয়ের যরদা রঙের খেযাব ছিল। 'উমার ﷺ আমাদের বললেন ঃ তোমরা খেযাব ইসলামী খেযাব এবং তোমার তোমার ভাইয়ের খেযাব ঈমানী খেযাব।" [আহমাদ, এর সনদে আব্দুস সামাদ বিন হাবীব আছেন। এর সনদে কিছুটা ত্রুটি থাকলেও এটা হাসান পর্যায়ভুক্ত – মুজমু'য়ায়ে যাওয়ায়িদ ৫/১৫৯]

(২৩) আবূ মালিক আশ্‌শা'জী (রহ) বলেন ঃ

سمعت ابي وسألته فقال كان خضابنا مع رسول الله ﷺ بالورس والزعفران ـــ [رواه احمد والبزار رجاله رجال الصحيح خلا بكر بن عيسي و هو ثقه، وجمع الزوائد 159/5]

http://islaminonesite.wordpress.com

"আমি আমার পিতার কাছে থেকে শুনেছি এবং তা আমার স্মরণে আছে। তিনি বলেছিলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানাতে আমাদের খেযাব ছিল ওয়ারস ও যাফরান।" [আহমাদ, বাযযার। বাকির বিন 'ঈসা ছাড়া সাবই সহীহ, আর তিনিও সিকাহ্ – মুজমু'য়ায়ে যাওয়ায়িদ ৫/১৯৫]

(২৪) 'উমার বিন আবী যায়িদা (রহ) বলেন ঃ

رأيت حكيم بن جابر يخضب بالصفرة ــ

[مجمع الزوائد 163/5 ورجاله رجال الصحيح]

"আমি হাকিম বিন জাবিরকে দেখেছি, তিনি যরদা রঙ দ্বারা (চুল) রাঙাতেন।" [মুজমু'য়ায়ে যাওয়ায়িদ ৫/১৫৩, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ]

সার সংক্ষেপ ঃ

এতক্ষণের আলোচনায় প্রমাণিত হল,

(১) রসূলুল্লাহ ﷺ সাদা দাড়ি রাখাকে ইয়াহুদীদের 'আমল বলে চিহ্নিত করেছেন।

(২) রসূলুল্লাহ ﷺ সাদা চুলকে রাঙানোর হুকুম দিয়েছেন।

(৩) রসূলুল্লাহ ﷺ দাড়িকে মেহেদী ও কাতম (ওয়াসমা ঘাস) দ্বারা রাঙাতে হুকুম দিয়েছেন।

(৪) ইসলাম গ্রহণের পর দাড়ি রাঙানো ফরয।

(৫) রসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং নিজের দাড়ি রাঙাতেন। তাছাড়া তাঁর ﷺ মৃত্যুর পর তাঁর বিবি উম্মে সালামাহ (রা) যে চুল বের করেছিলেন তা রাঙানো ছিল।

(৬) রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাদা দাড়ি বিশিষ্ট কাউকে দেখতেন তখন দাড়ি রাঙানোর হুকুম দিতেন।

(৭) রসূলুল্লাহ ﷺ রঙিন দাড়িওয়ালা ব্যক্তি দেখলে 'মারহাবা' জানতেন।

(৮) অতঃপর খুলাফায়ে রাশেদীন (রা), সাহাবাগণ (রা), তাবেয়ী ও তাবে–তাবেয়ীগণও (রহ) সুন্নাতের অনুসরণে নিজেদের দাড়ি ও মাথার চুলকে মেহেদী ও কাতম দ্বারা রাঙাতেন। সুতরাং আমাদেরকেও এই সুন্নাতের অনুসরণে দাড়ি ও মাথার চুলকে রাঙানো উচিত, অন্যথায় গোনাহগার হতে হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

সাদা দাঁড়ি

যারা সাদা দাড়ি রাখার পক্ষপাতি তারা নিচের হাদীসগুলো পেশ করেন ঃ

'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ﷺ বলেন ঃ

قال رسول الله ﷺ لا تنفوا الشيب ما من مسلم بشيب شبة في الاسلام الاكانت له نورا يوم القيامة الا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ـــ

[رواه ابوداؤد وابن ماجه والنسائي وصححه]

"রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাদা চুল উপড়িয়ো না। যে ব্যক্তি ইসলামে থেকে বৃদ্ধ হয়েছে এর বদৌলতে ক্বিয়ামাতের দিন (সাদা চুলগুলো) নূর হবে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা এর জন্য একটি নেকীও লিপিবদ্ধ করবেন ও একটি গুনাহ মুছে দেবেন।" [আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী ; তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন।]

এ হাদীসটি থেকে যা জানা যায় তা হল ঃ

(১) সাদা চুল তোলা যাবে না।

(২) ইসলামে থেকে বৃদ্ধ হওয়ার ফযিলত।

(৩) এতে সওয়াব হয় এবং

(৪) গোনাহ মাফ হয়।

(৫) ক্বিয়ামাতের দিন সাদা চুল নূরে পরিণত হবে।

এই হাদীসতো তাদের বিরোধীতা করে যার (প্রাথমিক অবস্থাতেই) সাদা চুল তুলে ফেলে, সাদা দাড়ির মর্যাদা দেয় না এবং সাদা দাড়ির কারণে লজ্জা পায়। রসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবা ﷺ তো কেবল তখনই চুলকে রাঙানোর হুকুম দিতেন যখন কারো চুল সাদা দেখতেন। যদি সাহাবাদের কারো চুলগুলো স্পষ্ট সাদা না হয়ে থাকে, তাহলে নবী ﷺ কেন তাঁকে চুল রাঙানোর হুকুম দেবেন? সুতরাং উল্লিখিত হাদীসের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সাদা চুল (এতটা হয়েছে যে) সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পরেও সাদাই রাখতে হবে। আমরাতো হাদীসের ঐ ব্যাখ্যায় গ্রহণ করব, যা সাহাবীদের আমল দ্বারা প্রমাণিত। কেননা এটাই স্বাভাবিক যে, কেবল শাব্দিক অর্থের দিকে গুরুত্ব দিলে এবং ঐ যামানায় নবী ﷺ ও সাহাবাদের আমলের দিকে দৃষ্টিপাত না করলে উপরোক্ত ভুল হবেই।

http://islaminonesite.wordpress.com

নিম্নে এ সম্পর্কে আরো আলোচনা করা হল ঃ

ان رسول الله ﷺ قال من شاب شيبة في الاسلا كانت له نورا يوم القيامة : فقال له رجل عند ذلك فان رجالا ينفون الشيب فقال رسول الله ﷺ من شاء فيتف نور —

[رزاه البزار والطبراني في الكبير والاوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقيهة رجاله ثقات مجمع الزوائد]

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইসলামে থেকে বৃদ্ধ হয়েছে, ক্বিয়মাতের দিন তার জন্য নূর হবে।" তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ঃ কিছু লোক সাদা চুল তুলে ফেলে (তাদের সম্পর্কে হুকুম কি)? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "যার ইচ্ছা সে তার নূরকে তুলে ফেলুক।" [বাযযার, তাবারানী; কিছু দূর্বলতা থাকলেও হাদীসটির আরো সাক্ষ্য থাকায় এটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত – মুজমু'য়ায়ে যাওয়ায়িদ ৫/১৫৮ পৃ:]।

ইবনে লাহিয়ার পরিপূরক হলেন 'ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব (তাবারানী কবীর ১৮/৩০৪ পৃ:)। ইয়াহইয়া সত্যবাদী ছিলেন।

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হল, কিছু লোক সাদা চুল তুলে ফেলতো, তাদেরকে বিরত রাখার জন্য সাদা চুলকে উৎসাহমূলক শব্দ 'নূর' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাদা চুল ক্বিয়ামাতের দিন 'নূরে' পরিণত হবে, দুনিয়াতে নয়। কেননা, দুনিয়া ও আখিরাতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন –

* দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি চারটি বিয়ে করতে পারে (সুরা নিসা)।
* কিন্তু আখিরাতে তার অনেক সঙ্গীনি থাকবে (তিরমিযী, হাসান)।
* ক্বিয়ামাতের দিন মানুষ উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন হবে (বুখারী, মুসলিম)।
* কাফেরদের চেহারা ক্বিয়ামাতের দিন বিকৃত হবে (বুখারী, মুসলিম)।
* সূর্য এক মাইলের নিকটে থাকবে (সহীহ মুসলিম) প্রভৃতি।

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং চুল ও দাড়ি মেহেদী, কাতম প্রভৃতি দ্বারা না রাঙানো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুকুমের বিরোধী। আপনারা নবীর ﷺ সুন্নাত ও সাহাবাদের সুন্নাতের বিরোধীতার মাধ্যমে নাজায়েয

http://islaminonesite.wordpress.com

ফায়সালা করে যাচ্ছেন। কোন অবস্থাতেই (তাদের অনুসরণ না করে) সঠিক ফায়সালা দিতে পারবেন না।[৭]

যারা সাদা দাড়ি রাখার পক্ষে ফায়সালা দেন, তারা নিম্নোক্ত হাদীসগুলোও পেশ করেন ঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমার ﷺ বলেন,

ان عمر كان لا يغير شيبة فقيل له يا امير المؤمنين إلا تغير فقد كان ابو بكر يغير فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول من شاب شيبة في الاسلام كانت له نوراً يوم القيامة

—

[رواه الطبراني في الاوسط وفيه طريقه بن زيد قال العقيلي لايتابع هذا الحديث، مجمع الزوائد 159/5]

"নিশ্চয় 'উমার ﷺ তাঁর সাদা চুল পরিবর্তন করেন নি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ "হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনি (চুলের রঙ) পরিবর্তন করেন নি কেন? অথচ আবূ বকর ﷺ তো (চুল) পরিবর্তন করতেন। উমার ﷺ বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইসলামে থেকে বৃদ্ধ হয়ে যায়, এ জন্যে ক্বিয়ামাতের দিন তার নূর হবে।" [তাবারানী তাঁর আওসাতে, মুজমু'য়ায়ে যাওয়ায়িদ ৫/১৫৯]

---

[৭]. লেখক এখানে বুঝাতে চেয়েছেন ঃ (১) নবী ﷺ উম্মাতকে সাদা চুল ও দাড়ি তুলতে নিষেধ করেছেন। (২) চুল ও দাড়ি রাঙানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এ দু'টি হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা কারো মাথার কোন অংশের বেশকিছু চুল সাদা হলে সে যদি তা তুলে ফেলে, তবে সে জায়গাটিই চুল শূন্য হয়ে যাবে। এ কাজটি কোন নির্বোধ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ করবে না। সুতরাং যার দু' একটি করে চুল বা দাড়ি পাকা শুরু হয়েছে, সে যেন তা না তোলে। আর যার বেশ কিছু চুল বা দাড়ি সাদা হয়েছে সে যেন অবশ্যই তা রাঙিয়ে নেয়। এ পর্যায়ে সুস্পষ্ট হল যে, হাদীসে বর্ণিত হুকুম দু'টির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। (৩) এ পর্যায়ে সাহাবা (রা)এর আমল অবশ্যই লক্ষ্যণীয়। তারা সাদা চুল বা দাড়ি তোলেন নি আবার সাদাও রাখেন নি, বরং রাঙিয়েছিলেন। তাই নবীর ﷺ নির্দেশ এবং সাহাবা (রা)এর আমল একত্র করা ছাড়া কেবল শাব্দিকভাবে হাদীসের ব্যাখ্যা নিলে দ্বন্দের মধ্যে পড়াটাই স্বাভাবিক। এ কারণে নবী ﷺ এর নির্দেশের প্রতি সাহাবা (রা)এর আমলই ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত কালো খেযাবের হাদীস য'য়ীফ। তাছাড়া এটা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত "কালো করা থেকে বিরত থাক" হাদীসের বিরোধী।

http://islaminonesite.wordpress.com

ইমাম উকায়লী (রহ) বলেন ঃ এ হাদীসের কোন অনুসারী নেই। অর্থাৎ এটি য'য়ীফ হাদীস। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন ঃ এটা মাজহুল (অজ্ঞাত)।

من شاب شيبة..... এ হাদীসটি মুনকার (মিযানুল ই'তিদাল ২/৩৩৫)। সুতরাং এ হাদীসটি য'য়ীফ হওয়াই প্রত্যাখ্যাত।

আনাস ﷺ বলেন ঃ

قال رسول الله ﷺ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِي ، وَأُمَتِي ، يَشِيبَانِ فِي الإِسْلاَمِ ، فَتَشِيبُ لِحْيَةُ عَبْدِي ، وَرَأْسُ أُمَتِي فِي الإِسْلاَمِ أَنْ أُعَذِّبَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ — [رواه ابو يعلي وفيه نوح بن ذكوان وغيره من الضعفاء — مجمع الزوائد 159/5]

"রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলা ফরমান ঃ ইসলামে থাকাবস্থায় আমার বান্দা (ও আমার উম্মাতের) যার দাড়ি ও চুল সাদা হয়েছে এমন বান্দা-বান্দীকে আমার 'আযাব দিতে লজ্জা হয়।"

[আবূ ই'য়ালা, মুজমু'য়ায়ে যাওয়ায়েদ ৫/১৫৯]

এটাও য'য়ীফ হাদীস। নূহ বিন যাকওয়ান মুনকার। ইমাম আবূ হাতেম তাকে মাজহুল বলেছেন। ইবনে 'আদী বলেছেন ঃ তার হাদীস গায়ের মাহফুয (অরক্ষিত)। ইবনে হিব্বান বলেছেন ঃ সে জঘন্য মুনকারুল হাদীস। এ ছাড়াও অন্যান্য আয়িম্মাগণ এ হাদীসকে বাতিল বলেছেন। [তাহযিবুত তাহযিব ১০/৪৮৪] সুতরাং এ হাদীসটিও অগ্রহণযোগ্য।এ ক্ষেত্রে ইবনে মাস'উদ ﷺ থেকেও একটি হাদীস উপস্থাপন করা হয়। হাদীসটি হল ঃ

ان نبي ﷺ كان يكره عشرة خصال : الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب —

[رواه النسائي في الكبري 418/5]

"নবী ﷺ দশটি জিনিস অপছন্দ করতেন – (তার মধ্যে অন্যতম হল) যরদা রঙ অর্থাৎ খালুক (মিশ্রিত খশবু) ও সাদা দাড়িকে পরিবর্তন করা.... ।"

[নাসায়ী তাঁর আল-কুবরাতে ৫/৪১৮]।

http://islaminonesite.wordpress.com

এ হাদীসটি মুনকার। ইমাম যাহাবী এই হাদীসটিকে 'মিযানুল ই'তিদালে' উল্লেখ করে বলেছেন ঃ هذا منكر অর্থাৎ এটা মুনকার। ইমাম বুখারী (রহ) বলেছেন ঃ لا يصح حديثه অর্থাৎ এটা সহীহ হাদীস নয় (মিযান ও তাহযীব)। আলী ইবনে মাদানী (রহ) বলেছেন ঃ আমি আব্দুর রহমান বিন হারমালাকে আব্দুল্লাহর সাথীদের মধ্যে পাই নি। ইমাম আবূ হাতেমও তাঁর 'জারহ ও তা'দিলে' উক্ত কথাই বলেছেন। তাছাড়া এ হাদীসটি অন্যান্য সহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ায় প্রত্যাখ্যাত।

মোটকথা হাদীসের জগতে এমন কোন সহীহ হাদীস নেই যা দ্বারা প্রমাণ করা যাবে যে, সাদা দাড়ি রাখা যাবে এবং রাঙানো যাবে না। আর জামা'আতুল মুসলিমীন রসূলুল্লাহর ﷺ হুকুমের ওপর 'আমল করা ফরয মনে করে। সুতরাং সমস্ত মুসলিম দাবীদারদেরও এ আক্বীদা থাকায় জরুরী।

http://islaminonesite.wordpress.com

কালো খেযাব (কলপ) ব্যবহারের নিষিদ্ধতা[৮]

–শায়েখ বাদীউদ্দীন শাহ আর–রাশেদী

লেখক পরিচিতি

এই আহলে হাদীস ইমাম শায়েখ বাদীউদ্দীন আস–সিন্ধী হালা অঞ্চলের সায়েদাবাদ শহরের অন্তর্গত পির চান্দু–তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যা পাকিস্তানের হায়দারাবাদ শহর থেকে ৭০ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

তাঁর উস্তাদদের মধ্যে তৎকালীন মুহাদ্দিসদের মধ্যে ছিলেন : আশ–শায়েখ 'আব্দুল হক্ব বাহাওয়ালপূরী আল–মুহাজির আল–মাক্কী এবং আশ–শায়েখ শারফুদ্দীন দেহলাভী। শায়েখ শারফুদ্দীন দেহলাভী থেকে শায়েখ বাদীউদ্দীন ইযাজাহ ও হাদীসের সনদ লাভ করেন। শায়েখ বাদীউদ্দীনের সমস্ত মাশায়েখই শায়খুলকুল মিয়াঁ নাজীর হুসাইন দেহলাভীর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। এ সূত্রে শায়েখ বাদীউদ্দীন–ও মিয়াঁ নাজীর হুসাইন দেহলাভীর ছাত্র। আর শায়খুলকুল মিয়াঁ নাজীর হুসাইন দেহলাভীর সনদটি খুবই প্রসিদ্ধ, যা বিভিন্ন পুস্তকে উল্লিখিত আছে। এই সনদ ইমাম বুখারী'র সাথে সতেরটি স্তরে যুক্ত হয়েছে। যদি ইমাম বুখারী থেকে এর যে কোন একটি সনদ নেয়া হয়, যা মক্কার ইমাম থেকে প্রাপ্ত – সেক্ষেত্রে শায়েখ বাদীউদ্দীন শাহ এর সনদ নবী ﷺ পর্যন্ত ২০ টি স্তরে যুক্ত হয়েছে।

শায়েখ মাক্কা মুকরারমার হেরেম শরীফে প্রায় ৫ বছর দারস প্রদান করেছেন। তাঁর দারস ছিল তাফসীরে ইবনে কাসির ও সহীহুল বুখারী। একই সময় তিনি মাক্কার দারুল হাদীস আল–খয়রিয়্যাহতে দারস প্রদান করতেন। সেখানে ২ বছর অধ্যাপনার পর মাহাদ–উল–হারাম আল–মাক্কী'র শায়েখ 'আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদ সেখানে দারস দেয়ার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি একথা উল্লেখ করতেন যে, উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় তিনি সূরা নূর মুখস্থ করেছিলেন।

তাঁর অসংখ্য শিষ্যদের অন্যতম হলেন : আশ–শায়েখ আল–ইমাম মাক্বুল ইবনে হাদী আল–ওয়াদী আল–ইয়ামানী, আশ–শায়েখ আল–মুহাদ্দিস রাবী' ইবনে হাদী আল–মাদখালী, আশ–শায়েখ সালীম ইবনে 'ঈদ আল–হিলালী, আশ–শায়েখ 'আলী হাসান আল–হালাবী, আশ–শায়েখ ওয়াসী উল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ 'আব্বাস প্রমুখ।

---

[৮]. মূল পুস্তিকাটির নাম الاهى عتاب بر سياه خضاب (প্রকাশক ঃ মাকতাবুস সুন্নাহ আদ–দারুস সালাফিয়্যাহ, পাকিস্তান)।

http://islaminonesite.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعم :

সাদা চুলকে পরিবর্তন করা ও খেযাব ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহমূলক অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা সহীহাইন (বুখারী, মুসলিম), সুনান, মুসনাদ ও মু'জাম গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে মেহেদী, কাতম ও সুফরাহ (জর্দার রঙ)–এর ব্যবহারের বর্ণনা আছে। কিন্তু কালো (বা ছায়) রঙের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা ও ভয় দেখানো হয়েছে। এ কারণে ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী (রহ) তাঁর লিখিত "الزواجر عن اقتراف الكبائر" ১/১৫৮ পৃষ্ঠাতে আমলটিকে কাবায়ির (কবীরা বা বড় গোনাহ) হিসাবে গণ্য করেছেন। এর হিকমাত হল, আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন মাজীদেই বর্ণিত হয়েছে :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

"আল্লাহ, তিনি দূর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, অতঃপর দূর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দূর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি 'আলিম (সর্বজ্ঞ) ও ক্বাদীর (সর্বশক্তিমান)।"[৯]

অর্থাৎ আল্লাহ যৌবনের পর দূর্বলতা ও বৃদ্ধাবস্থা আনেন। কিন্তু কালো খিযাবের বদৌলতে এই চিহ্ন বিলুপ্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, এ দ্বারা غش বা ধোঁকা দেয়া হয়। ফলে ঐ ব্যক্তি কিছু লেনদেন যেমন – বিয়ে–শাদী, সাক্ষ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে ধোঁকা দিতে পারে। এ কারণেই এটিকে হারাম করা হয়েছে। কিছু দিন পূর্বে আমার কাছে একটি ফাতাওয়া

---

৯. সূরা রূম ঃ ৫৪ আয়াত।

http://islaminonesite.wordpress.com

এসেছে, যেখানে কালো রঙের খেযাবকে জায়েয করার জন্যে য'য়ীফ হাদীস উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহর তাওফিক্ব দিলে তার জবাব এখানে উল্লেখ করছি, যেন বিষয়টি সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়। (লেখক ঃ আবূ মুহাম্মাদ বাদীউদ্দীন শাহ আর-রাশেদী)

প্রশ্ন ঃ শরি'য়াতে মুহাম্মাদী ﷺ-এ দাড়ি ও চুল কালো রঙের খিযাব করা জায়েয, না নাজায়েয? শুনেছি ইবনে মাজাহতে একটি হাদীস আছে, যেখানে কালো খিযাব ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সহীহ-য'য়ীফের মাপকাঠিতে এটি কোন স্তরের? .....

উত্তর ঃ চুলে কালো রঙের খিযাব ব্যবহার নাজায়েয ও হারাম। হাদীসে এটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কঠিন ধমক দেয়া হয়েছে।

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ »

"জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "মক্কা বিজয়ের দিন [আবূ বকর ﷺ-এর পিতা] আবূ কুহাফাকে নবীর ﷺ সামনে উপস্থিত করা হল। সেই সময় তাঁর মাথায় চুল ও দাড়ি সুগামার (কাশফুলের) মত একেবারে সাদা ছিল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এগুলোকে (চুল ও দাড়িকে) পরিবর্তন করে দাও, তবে কালো করা থেকে দূরে থাক।" [সহীহ মুসলিম – باب فِي صِبْغِ الشَّعْرِ وَتَغْيِيرِ الشَّيْبِ]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে : و جنبوه السواد "কালে রঙ থেকে একে দূরে রাখ।"[১০]

এখানে কালো করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। আমর (امر) ওয়াজিব অর্থে এসেছে। সুতরাং এর বিরোধীতা করা নিষিদ্ধ ও হারাম। ইমাম নববী (রহ) শরহে মুসলিম নববীতে লিখেছেন :

---

[১০]. সহীহ ঃ আহমাদ, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (সহীহ জামে'উস সগীর ওয়া যিয়াদাতাহু) ১/৮৬৭ নং।

http://islaminonesite.wordpress.com

ويحرم خضابه بالسواد على الاصح وقيل يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم لقوله ﷺ واجتنبوا السواد

"এটাই সর্বাধিক সহীহ কথা যে, কালো রঙের খিযাব হারাম। কেউ কেউ মাকরুহে তানযিহী বলেছেন। কিন্তু মুখতার (গ্রহণযোগ্য) উক্তি হল, এটি তাহরীমি। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ কালো রঙ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন।"[১১]

হাফেয ইবনে হাজার (রহ) 'ফতহুল বারীতে' ৬/৪৯৯ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন :

ثم إن المأذون فيه مقيد بغير السواد لما أخرجه مسلم من حديث جابر أنه ﷺ قال غيروه وجنبوه السواد

"অতঃপর অনুমতি কেবল নির্দিষ্টভাবে কালো রঙ ছাড়া প্রযোজ্য, যেভাবে সহীহ মুসলিমে জাবির ﷺ-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এগুলো পরিবর্তন কর তবে কালো করা থেকে বিরত থাক।"[১২]

আবূল হাসান সিন্ধি তাঁর 'হাশিয়াহ ইবনে মাজাহ'-তে ২/৩৮২ পৃষ্ঠাতে বলেছেন :

وَفِيهِ أَنَّ الْخِضَاب بِالسَّوَادِ حَرَام أَوْ مَكْرُوه

"হাদীসটি দ্বারা নিশ্চিত ভাবে কালো খেযাব হারাম বা মাকরুহ।"[১৩]

অনুরূপ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী 'তুহফাতুল আহওয়াযী শরহে জামে' তিরমিযী' ৩/৫৭ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত হয়েছে :

فقوله ﷺ واجتنبوا السواد دليل واضح على النهي عن الخضاب بالسواد

"সুতরাং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি : 'কালো করা থেকে বিরত থাক' এটি কালো খিযাব নিষেধ হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।"[১৪]

---

[১১]. শরহে মুসলিম নববী, باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد হা/২১০২-এর আলোচনা।

[১২]. ফতহুল বারী - قوله باب ما ذكر عن بني إسرائيل, হা/৩২৭৫-এর আলোচনা।

[১৩]. হাশিয়াহ সিন্দী 'আলা ইবনে মাজাহ (শামেলা সংস্করণ) ৭/৩৭/৩৬১৪ নং, হাশিয়াহ সিন্দী 'আলান নাসায়ী (শামেলা সংস্করণ) ৮/১৩৮/৫০৭৬ নং।

http://islaminonesite.wordpress.com

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عن ابن عباس ﷺ قال قال رسول الله ﷺ يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ــ رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد

"ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন একটি ক্বওম আখেরী যামানাতে আসবে যারা কবুতরের পেটের[১৫] মত কালো রঙের খিযাব ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের খুশবুটুকুও পাবে না।" [আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে হিব্বান তাঁর 'সহীহ'-তে ও হাকিম বর্ণনা করেছেন; তিনি এর সনদকে সহীহ বলেছেন][১৬]

হাফেয ইবনে হাজার ও মুনযিরী (রহ) বলেন : এর সনদে আব্দুল কারীম নামে একজন রাবী আছেন। অনেকে তাঁকে আব্দুল কারীম বিন আবীল মুখারিক্ব মনে করে য'য়ীফ গণ্য করেছেন। কিন্তু সঠিক কথা হল, তিনি ঐ ব্যক্তি নন। বরং বর্ণনাকারী হলেন, আব্দুল কারীম বিন মালিক আলজাযারী। তিনি সিক্বাহ রাবী। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁর হাদীস হুজ্জাত হিসাবে গণ্য করেছেন। ইবনে হাজার (রহ) বলেন, এর সনদটি শক্তিশালী। আমি (বাদীউদ্দীন শাহ আর-রাশেদী) বলছি, আবূ দাউদের সনদে ব্যাখ্যা রয়েছে - তিনি জাযারী। তাছাড়া 'আওনুল মা'বুদ শরহে আবূ দাউদের সনদটি হল,

حدثنا أبو توبة حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

---

[১৪]. তুহফাতুল আহওয়াযী (শামেলা সংস্করণ) باب ما جاء في الخضاب ৫/৩৫৮ পৃঃ।

[১৫]. মূল শব্দ كحواصل الحمام অর্থাৎ - كصدورها فإنها سود غالباوأصل الحوصلة المعدة والمراد هنا صدره الأسود قال الطيبي معناه كحواصل الحمام في الغالب لأن حواصل بعض الحمامات ليست بسود (আওনুল মা'বুদ শরহে আবূ দাউদ ১১/১৭৮)।

[১৬]. সহীহ ঃ সহীহ আত-তারগীব লিলআলবানী ২/২৩৪/২০৯৭ নং, আলবানীর তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/৪২১২, তাহক্বীক্বকৃত নাসায়ী হা/৫০৭৫, সহীহ জামে'উস সগীর ওয়া যিয়াদাতাহ ১/১৪১২/১৪১১৩ নং।

http://islaminonesite.wordpress.com

হাফেয ইবনে হাজার القول المسدد –এ বলেছেন : এই সনদটি 'আব্দুল কারীম জাযারীর মধ্যস্থতায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি সিক্বাহ এবং তাঁর হাদীস সহীহ বর্ণনার অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপভাবে হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী ছাড়াও ইবনে হিব্বান, হাকিম, যিয়াউল মুক্বাদ্দিসীও নিজের 'সিহাহ'–তে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটির শুদ্ধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ....

হাদীসটিতে বর্ণনার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। এ ধরণের কঠিন উপস্থাপনা হারাম কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইমাম মুনযিরী (রহ) তাঁর 'আত–তারগীব ওয়াত তারহীবে' এ সম্পর্কে যে অনুচ্ছেদ লিখেছেন তাহল :

الترهيب من خضب اللحية بالسواد

"দাড়ি কালো খিযাব করার প্রতি ভিতি প্রদর্শন।"

আর 'তুহফাতুল আহওয়াযী'–তে উল্লেখ করা হয়েছে :

فهذا الحديث صريح في حرمة الخضاب بالسواد

"এই হাদীসটি কালো খিযাব হারাম হবার সুস্পষ্ট দলীল।"[১৭]

তৃতীয় হাদীস ঃ

عن هشام عن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله ﷺ فقال : ان رسول الله ﷺ لم يكن شاب الا يسيرا ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم قال وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله ﷺ يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر فاسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا فقال رسول الله ﷺ غيروهما وجنبوه السواد

---

[১৭]. তুহফাতুল আহওয়াযী باب ما جاء في الخضاب ৫/৩৫৯ পৃ: ।

http://islaminonesite.wordpress.com

"মুহাম্মাদ বিন শিরীন (রহ) থেকে বর্ণিত, আনাস ﷺ-কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিযাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি ﷺ বললেন : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামান্য কিছু ছাড়া সাদা ছিল না। কিন্তু তাঁর ﷺ পরে আবূ বকর ও উমার ﷺ মেহেদী ও কাতম দ্বারা খিযাব করেছিলেন। বলা হয়, আবূ বকর ﷺ-এর পিতাকে উঠিয়ে এনে নবী ﷺ-এর সামনে আনা হল। রসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকরকে বললেন: 'এই শায়েখকে তাঁর গৃহেই রাখতে, আমি আবূ বকরের সম্মানে তার কাছে যেতাম।' তার মাথা ও দাড়ি সাগামার মত (ধবধবে) সাদা ছিল। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এগুলোকে পরিবর্তন করে দাও, তবে কালো করা থেকে দূরে থাক।"(আহমাদ, আবূ ইয়া'লা; তবে বাযযার সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। আহমাদের বর্ণনাকারীগণ সহীহ)[১৮]

চতুর্থ হাদীস ঃ

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : يكون في آخر الزمان قوم يسودون أشعارهم لا ينظر الله إليهم

"ইবনে আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আখেরী যামানায় একটি ক্বওম হবে, যারা চুল কালো রঙের করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেবেন না।" [তাবারানী 'আওসাত', ইমাম হায়সামী (রহ) বলেন : এর সনদ জাইয়েদ][১৯]

পঞ্চম হাদীস ঃ

عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ : من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة

"আবূ দারদা ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কালো রঙের খিযাব করে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার মুখ কালো করবেন।" [তাবারানী, মুযমা'উয যাওয়ায়েদ ৫/২৯৩/৮৮১৪]

---

[১৮]. আলবানী (রহ) বলেন : হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। (আস-সহীহাহ হা/৪৯৬)

[১৯]. ইমাম হায়সামী, মুজমু'উয যাওয়ায়েদ ৫/২৮৮/৮৭৯৩ নং।

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীসটির সনদে ওয়াদীন বিন আতা আছেন। তাঁকে জারাহ ও তা'দীলের বড় ইমাম যেমন – ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইয়াহইয়া বিন মু'য়ীন, ইবনে হিব্বান প্রমুখ সিক্বাহ বলেছেন। অবশ্য অনেকে তাঁকে য'য়ীফ বলেছেন। কিন্তু তারা পূর্বোক্ত ইমামদের চেয়ে মর্তবার দিকে থেকে কম। হাদীসটির অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। আমি (বাদীউদ্দীন শাহ আর-রাশেদী) বলছি, ওয়াদীন বিন 'আতাকে উক্ত তিন জন ইমাম ছাড়াও ইমাম রহীমও সিক্বাহ বলেছেন। আবূ দাউদ বলেছেন সালেহুল হাদীস। ইবনে 'আদী বলেছেন, ما رئ بحديث بأسا 'আমি ওর হাদীসে কোন ত্রুটি পায়নি।' তাছাড়া কেউ তার প্রতি মারাত্তক আপত্তি করেন নি। এই বর্ণনা তাহযীবে (১১/১২০ পৃ:) বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তার বর্ণনা সাক্ষ্য ও সমর্থনমূলক হিসাবে শক্তিশালী ও মজবুত। যাহাবী তাঁর 'আল-কাশিফে' বলেছেন : ثقة بعضهم ضعفه 'তিনি সিক্বাহ, তবে কেউ কেউ তাঁকে য'য়ীফ বলেছেন।'

ষষ্ঠ হাদীস :

عن أنس ﷺ قال : " كنا يوما عند النبي ﷺ فدخلت عليهم اليهود فرآهم بيض اللحى فقال ما لكم لا تغيرون ؟ فقيل إنهم يكرهون فقال في ﷺ : ولكنكم غيروا وإياي والسواد " قال الهيثمى " رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات وهو حديث حسن "

"আনাস ﷺ বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসেছিলাম। কিছু ইয়াহুদী আসল। তিনি তাদের দাড়ি সাদা দেখলেন। তখন তিনি ﷺ তাদের বললেন : তোমরা কেন (এর রঙ) পরিবর্তন করো না। তাঁকে ﷺ বলা হল, তারা এটা অপছন্দ করে। তিনি ﷺ বললেন : কিন্তু তোমরা (মুসলিমরা) এটা পরিবর্তন করবে, তবে অবশ্য কালো করা থেকে দূরে থাক।।" [ইমাম হায়সামী (রহ) বলেন : তাবারানী তাঁর 'আওসাতে' বর্ণনা করেছেন; এর সনদে ইবনে লাহিয়াহ আছে। অন্যান্যরা সিক্বাহ, আর হাদীসটি হাসান।][২০]

---

২০. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, তামামুল মিন্নাহ (শামেলাহ সংস্করণ) ১/৮৬ পৃ:।

http://islaminonesite.wordpress.com

আমি (বাদীউদ্দীন শাহ আর-রাশেদী) বলছি, ইবনে লাহিয়ার বর্ণনা সাক্ষ্য ও সমর্থনমূলক হাদীস হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

শেষোক্ত চারটি হাদীস 'মুজমা'উয যাওয়ায়েদ' থেকে উদ্ধৃত হল। এছাড়া কিতাবটিতে আরো কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনে ক্বাইয়েম (রহ) 'তাহযীবে সুনান লিআবীদাউদে লিখেছেন :

والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه فإن الذي نهى عنه النبي ﷺ من تغيير الشيب أمران أحدهما نتفة والثاني خضابه بالسواد كما تقدم والذي أذن فيه هو صبغة وتغييره بغير السواد كالحناء والصفرة وهو الذي عمله الصحابة ﷺ قال الحكم بن عمرو الغفاري دخلت أنا وأخي رافع على عمر بن الخطاب وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة فقال عمر هذا خضاب الإسلام وقال لأخي هذا خضاب الإيمان وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم وهو الصواب بلا ريب لما تقدم وقيل للإمام أحمد تكره الخضاب بالسواد قال أي والله وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها وقد جمعها أبو الحسن ولأنه يتضمن التلبيس بخلاف الصفرة ورخص فيه آخرون منهم أصحاب أبي حنيفة وروى ذلك عن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جعفر وعقبة بن عامر وفي ثبوته عنهم نظر ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله ﷺ وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها

"এ সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ চুল পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে দুই ভাবে নিষেধ করেছেন। একটি হল, (সাদা) চুল না উঠানো। অপরটি হল, কালো রঙের খিযাব না করা। অন্যান্যভাবে যেমন মেহেদী ও জর্দার রঙ দ্বারা পরিবর্তন করা অনুমোদিত। আর এটাই সাহাবাদের আমল ছিল। কেননা হাকিম বিন 'আমর আলগাফফারী বলেন : 'আমি ও আমার ভাই উমার ফারুক ﷺ-এর কাছে যায়। আমার মেহেদীর খেযাব লাগান ছিল এবং আমার ভাইয়ের ছিল জর্দা রঙের খেযাব। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, এটা ইসলামী খিযাব। আর আমার ভাইকে লক্ষ্য করে বললেন, এটা

http://islaminonesite.wordpress.com

ঈমানদারদের খিযাব।' আলেমরা কালো খিযাবকে খারাপ জানতেন। আর এটাই হক্ব যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ)–কে বলা হয় : আপনি কি কালো খিযাবকে খারাপ জানেন? তিনি বললেন : 'হাঁ! আল্লাহর ক্বসম।' এই মাসআলাটি ঐ সমস্ত মাসআলার অন্তর্ভূক্ত যেগুলোর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ক্বসম খেয়েছিলেন। এগুলো আবূল হাসান সঙ্কলন করেছেন। এই কালো খিযাব বার্ধক্যের ক্ষেত্রে এক ধরণের গোপনীয়তা ও ধোঁকা। কিন্তু মেহেদী ও জর্দার রঙের খিযাবে এই ধোঁকা নেই। কেউ কেউ কালো রঙকে ছাড় দিয়েছেন। যার মধ্যে ইমাম আবূ হানিফার অনুসারীরা আছেন। অনুরূপ কিছু সাহাবা যেমন – হাসান, হুসাইন, সাঈদ বিন আবী ওয়াক্কাস, 'আব্দুল্লাহ বিন জা'ফার, 'উক্ববাহ বিন 'আমির (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রাপ্ত প্রমাণ (সনদ) তাঁদের পর্যন্ত সহীহ মানে পৌঁছে না। আর যদিওবা তা প্রমাণিত হয়, সে ক্ষেত্রে নবী ﷺ-এর ফায়সালার পর কারো উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর ﷺ সুন্নাতটিই অনুসরণের হক্বদার। যদিওবা কেউ সেটার বিরোধী আমল করে।"[২১]

তাছাড়া ইবনে মাজাহ'র বর্ণনাটি হল,

حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب الخير قال قال رسول الله ﷺ إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم

"আবূ হুরায়রা আস-সায়রাফী ....(ধারাবাহিকভাবে) .... সুহায়েব খায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "তোমরা যা দিয়ে খিযাব কর, তার মধ্যে এই কালো রঙটাই সর্বোত্তম। কেননা এতে তোমাদের নারীরা তোমাদের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয় এবং তোমাদের শত্রুদের মনে তোমাদের প্রতি অধিক ভীতি সৃষ্টি হয়।"[২২]

---

[২১]. হাশিয়াহ ইবনুল ক্বাইয়েম 'আলা সুনানে আবী দাউদ (শামেলা সংস্করণ) ১১/১৮৩ পৃঃ।

[২২]. য'য়ীফ ঃ সুনানে ইবনে মাজাহ – কিতাবুল লিবাস باب الخضاب بالسواد; আলবানী হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন। (তাহক্বীক্বকৃত ইবনে মাজাহ হা/৩৬২৫)

http://islaminonesite.wordpress.com

এই সনদটি পাঁচটি কারণে য'য়ীফ ঃ

প্রথমত, দাফ্ফা' বিন দাগফাল য'য়ীফ। (তাক্বরীব)

দ্বিতীয়ত, বর্ণনাকারী 'আব্দুল হামীদ বিন সায়ফী – মূলত তিনি 'আব্দুল হামীদ বিন যিয়াদ বিন সায়ফী। তিনি লাইয়িনুল হাদীস। (তাক্বরীব)

তৃতীয়ত, 'উমার ইবনুল খাত্তাব বিন যাকারিয়্যা আর–রা'সী সম্পর্কে তাক্বরীবে উল্লিখিত হয়েছে 'মাক্ববুল'। তাক্বরীবের মুক্বাদ্দামাহতে হাফেয ইবনে হাজার (রহ) লিখেছেন :

السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الاشارة بلفظ مقبول، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث

"৬ষ্ঠ প্রকারভেদটি হল : মাক্ববুল শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয় ঐ ব্যক্তির প্রতি, যার বর্ণিত সামান্য কিছু হাদীস রয়েছে এবং তার মাঝে তেমন কোন কারণ সাব্যস্ত হয়না যার কারণে তার হাদীস পরিত্যাগ করা হবে, (অবশ্য) যখন অন্য হাদীসের সমর্থন থাকে। অন্যথা সেটি লাইয়েন বা দূর্বল হাদীস।"[২৩]

চতুর্থত, 'আব্দুল হামীদের পিতা সায়ফী বিন সুহায়ব–কেও তাক্বরীবে মাক্ববুল বলা হয়েছে। অথচ তার সমর্থনে এখানে কিছুই নেই। সুতরাং এটিও লাইয়েনুল হাদীস।

মোটকথা, সনদটির চারজন বর্ণনাকারীর দূর্বলতা এখানে সুস্পষ্ট।

পঞ্চমত, সনদটিতে ইনক্বাতা' (বিচ্ছিন্নতা) থাকার সন্দেহ রয়েছে। যেমন হাফেয যাহাবী (রহ) 'মীযানুল ই'তিদাল' ২/১৪ পৃষ্ঠাতে বলেছেন :

عبدالحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب. عن أبيه، عن جده. قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض

[২৩]. হাফেয ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত তাহযীব ১/২৪ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

"আব্দুল হামীদ বিন যিয়াদ বিন সায়ফী বিন সুহাইব – তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে। সনদটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ) বলেন : তাঁদের একে অপর থেকে শোনাটা জানা যায় না।"[২৪]

সুতরাং হাদীসটি য'য়ীফ এবং সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের বিরোধী। সুতরাং হাদীসটি বাতিল ও মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত)। ইবনে মাজাহর টিকাতে উল্লিখিত হয়েছে:

﴿ان أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد﴾ هذا مخالف لرواية جابر السابقة وهو صحيح أخرجه مسلم وفي رواية أبي داود والنسائي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يكون قوم في آخر الزمان يختضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة وهذا الحديث ضعيف لأن دفاع السدوسي ضعيف كما في التقريب وعبد الحميد بن صيفي لين الحديث ومذهب الجمهور المنع إنجاح

"(হাদীস:) 'তোমরা যা দিয়ে খিযাব কর, তার মধ্যে এই কালো রঙটাই সর্বোত্তম' – প্রথমত, হাদীসটি সহীহ মুসলিমের হাদীসটির বিরোধী। দ্বিতীয়ত, আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে বর্ণিত ভীতি প্রদর্শনমূলক হাদীস 'কালো খিযাবকারী জান্নাতের সুগন্ধিও পাবেনা'–এর বিরোধী। তাছাড়া হাদীসটি নিজেই য'য়ীফ। কেননা বর্ণনাকারী দাফ্ফা' সাদূসী য'য়ীফ, যেভাবে তাক্বরীবে বর্ণিত হয়েছে। আর আব্দুল হামীদ বিন সায়ফী লাইয়েনুল হাদীস। আর অধিকাংশ আলেমের মাযহাব হল কালো খিযাব নিষিদ্ধ।"[২৫]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করার তাওফিক্ব দান করুন।

هذا ما عندنا والله اعلم بالصواب

---

[২৪]. ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (শামেলা সংস্করণ) ২/৫৪০।

[২৫]. শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ (টিকা ঃ সুয়ূতী, আব্দুল গনী, ফখরুল হাসান দেহলাভী) ১/২৫৮পৃ: (শামেলা সংস্করণ)।

http://islaminonesite.wordpress.com